চোরদের কাছে আপনার জিনিষপত্রের বিজ্ঞাপন দেবেন না

আসুন, আমরা সকলে মিলে অপরাধের সংখ্যা কম রাখি

এবং নিজেকে ও আপনার জিনিষপত্র নিরাপদে রাখতে আপনাকে সাহায্য করার জন্য অন্যান্য ব্যবহারিক তথ্য

www.direct.gov.uk/letskeepcrimedown

অনেক অপরাধই মুহূর্তের খেয়ালে হঠাৎ করে করা হয়, যখন চোররা খোলা জানালা অথবা গাড়িতে ফেলে যাওয়া মূল্যবান জিনিষ দেখতে পেয়ে সুযোগ নেয়। তবে, কয়েকটা সহজ ধাপ নিয়ে আপনি এই অপরাধের অনেকগুলিকেই এড়াতে পারেন।

এই প্রচারপত্রটির (লিফলেটের) বেশীরভাগ প্রস্তাবই ব্যবহারিক, সাধারণ বুদ্ধির এবং বেশী খরচ সাপেক্ষ নয় – কিন্তু এগুলির জন্য প্রকৃতই তফাৎ হতে পারে। জানালা বন্ধ করা, গাড়ির দরজা লক করা – এমনকি আপনি এক মিনিটের জন্যও কোথাও গেলে – অথবা আপনার ব্যাগের ওপর নজর রাখা, শুধু এগুলি করলেই হয়ত অপরাধ ঘটা প্রতিরোধ করা যায়। আসলে এটা হচ্ছে শুধু মনে রাখা যে চোররা যেন আপনার জিনিষপত্রের কথা না জানতে পারে।

আপনার বাড়ি, গাড়ি, জিনিষপত্র বা পরিচয় সুরক্ষিত না রাখলে খরচ ও ঝামেলা হয়, তাই এটা না করার কোন মানে হয় না।

আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি

4–9

আপনার বাড়ি সুরক্ষিত করবেন

আপনার বাড়িকে চোরদের পক্ষে সহজ লক্ষ্য করে তুলবেন না।

10–13

আপনার পরিচয়কে সুরক্ষিত করবেন

নিজের সম্বন্ধে খবর নিজের কাছেই রাখবেন

14–18

আপনার জিনিষপত্র সুরক্ষিত করবেন

আপনার জিনিষপত্র সাবধানে রাখবেন

19–22

যানবাহন সংক্রান্ত অপরাধ

গাড়ি সংক্রান্ত অপরাধ কমান এবং কিভাবে আপনার সাইকেল ও মোটরসাইকেল সুরক্ষিত রাখবেন তা জেনে নেবেন

23–24

আরও তথ্য

অপরাধ কমানো, নিরাপত্তা এবং সহায়তা সম্বন্ধে আরও তথ্য

আপনার বাড়ি সুরক্ষিত করবেন। এটা নিরাপদ রাখবেন, এটা লক (তালা বন্ধ) করে রাখবেন

আপনার বাড়িকে চোরদের পক্ষে সহজ লক্ষ্য করে তুলবেন না

বাড়িতে চুরি হওয়ার অনেকগুলিই হচ্ছে সুযোগ পাওয়ার ফলে করা অপরাধ। শুধুমাত্র একটা খোলা জানালা, তালা দিয়ে বন্ধ না করা পাশের গেট অথবা খারাপ সিকিওরিটি এ্যালার্ম চোখে পড়লেই চোররা তাদের কাজ শুরু করে দিতে পারে।

ভেবে দেখবেন - আপনি যদি জানেন যে আপনার বাড়ি দেখে সুরক্ষার ব্যবস্থা ভাল নয় বলে মনে হয়, তাহলে কোন চোরও তাই মনে করবে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, যেসব সম্পত্তিতে ভাল সুরক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেগুলির তুলনায় কম সুরক্ষার ব্যবস্থার সম্পত্তিগুলিতে চুরি হওয়ার সম্ভাবনা 5 গুণ বেশী।

ভাল খবর হচ্ছে যে, আপনার বাড়িকে সুরক্ষিত করতে - এবং চোরদের বিরত করতে খুব বেশী কিছু করার দরকার হয় না।

এখানে টীকার একটা তালিকা দেওয়া হল।

নিরাপত্তার ব্যাপারে মিলিয়ে দেখার তালিকা

- আমি পরীক্ষা করে দেখেছি যে সব দরজা ও জানালাগুলি লক করা আছে - এমনকি আমি এক মিনিটের জন্য বাইরে গেলেও।
- আমি বাইরের সব দরজায় ডেডলক লাগিয়েছি। (চোররা এগুলিকে অপছন্দ করে, কারণ এগুলিকে বাইরের থেকে এবং ভিতরের থেকেও চাবি দিয়ে খুলতে হয়।)
- আমি নিশ্চিত করেছি যে আমার বাড়ির ও গাড়ির চাবিগুলি জানালা বা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে না অথবা দরজা বা জানালার সহজ নাগালের মধ্যে নেই এবং আমি এগুলি বাড়ির কোন সহজলভ্য জায়গায় রাখি না।
- আমি সব জানালায়, চাবি দিয়ে বন্ধ করার মত লক লাগিয়েছি। (চোররা কাঁচ ভাঙ্গতে পছন্দ করে না, কারণ এতে শব্দ হয় এবং ফরেনসিক (আদালতে ব্যবহারের জন্য বিজ্ঞান সম্মত) প্রমাণ রেখে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।)
- আমি একটা দৃশ্যমান বার্গলার এ্যালার্ম লাগিয়েছি, এবং আমি বাড়ি ছেড়ে বাইরে গেলেই এটাকে চালিয়ে দিয়ে চাই।

- আমি বাইরে কোথাও অথবা গ্যারেজে বা শেডে আমার বারতি চাবিটা লুকিয়ে রাখিনি। (চোররা সবসময় এই জায়গাগুলি খুঁজে দেখে।)
- আমি বাড়িতে না থাকলে, সন্ধ্যাবেলার জন্য আমি একটা আলো ও রেডিও, টাইমার দিয়ে চালিয়ে রাখি, যাতে দেখে মনে হয় যে আমি বাড়িতে আছি। (আপনি ডিআইওয়াই (DIY) দোকান থেকে £2-এর মত কম দামে একটা টাইমার কিনতে পারবেন।) বাইরেটা যদি অন্ধকার হয়, তাহলে আমি পর্দাগুলি টেনে বন্ধ করে দিই।
- চোররা যাতে বাগানে ঢুকতে না পারে তা আমি নিশ্চিত করেছি - বাড়ির চারদিকে একটা ভাল বেড়া আছে এবং পাশের গেটটা শক্ত ও তালা লাগানো (যাতে এর মধ্য দিয়ে ঢুকতে হলে একটা লাথির চেয়ে বেশী কিছু করার দরকার হবে)। বাগানের শেডটাও তালাবন্ধ করা থাকে।
- আমি বাইরে মই বা কোন যন্ত্রপাতি রাখিনি, যা ব্যবহার করে কেউ বাড়ির মধ্যে ঢুকতে পারে।
- ল্যাপ্‌টপের মত মূল্যবান জিনিষপত্র যাতে জানালা দিয়ে দেখা না যায় তা আমি নিশ্চিত করেছি।
- আমি কোন নগদ টাকা অথবা আমার নাম, ঠিকানা বা অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য রয়েছে (যেমন ব্যাঙ্কের স্টেটমেন্ট বা বিল) এরকম কোন কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখিনি, যা জালিয়াতরা ব্যবহার করতে পারে।
- আমি ছুটি কাটাতে বাইরে গেলে, একজন বন্ধু বা প্রতিবেশীর সাথে বন্দোবস্ত করে যাই যাতে তিনি আমার ডাকে আসা চিঠিপত্র সংগ্রহ করেন এবং আমার আবর্জনা বাইরে বের করে দেন।

আগুন সংক্রান্ত নিরাপত্তা

আপনার নিরাপত্তার নতুন ব্যবস্থাগুলি (যেমন জানালার লক) যেন আপনার পালাবার পথ বন্ধ না করে দেয় - এবং আপনি যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি থেকে বেরোতে পারেন তা নিশ্চিত করবেন। একটা স্মোক এ্যালার্ম (ধোঁওয়া হলে বেজে ওঠার এ্যালার্ম) লাগাবেন এবং তা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করে দেখবেন। আপনার একটা পালানোর পরিকল্পনা যেন থাকে এবং আপনার পরিবারের সকলে যেন সেটা জানে, তা নিশ্চিত করবেন।

বাড়ির নিরাপত্তা সংক্রান্ত ৷ম টীকা

ইন্‌সিওরেন্স (বীমা) - এটা নিন্‌, নয়ত আপ্‌শোষ করবেন!

আপনার চুরি হওয়া জিনিষপত্র আবার কেনার জন্য একটা ছোটখাট ঐশ্বর্য খরচ করার তুলনায় ইন্‌সিওরেন্স নেওয়ার খরচ কম। অন্ততঃ পক্ষে আপনার সবচেয়ে দামী জিনিষপত্রগুলি ইনসিওর করবেন, যেমন, আপনার কম্‌পিউটার, টেলিভিশন এবং গয়নাগাটি। মনে রাখবেন: আপনি যদি আপনার বাড়ি না লক করেন, তাহলে আপনার ইন্‌সিওরেন্স আপনার ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব হয়ত মেনে নেবে না।

বাড়ির নিরাপত্তা সংক্রান্ত ?য় টীকা

আপনার জিনিষপত্রে চিহ্ন দিয়ে রাখবেন

গুরুত্বপূর্ণ ও দামী জিনিষপত্রে (যেমন আপনার কম্‌পিউটার বা ডিভিডি প্লেয়ার) বিশেষ সিকিওরিটি মার্কার পেন ব্যবহার করে, আপনার পোস্ট কোড এবং বাড়ির নম্বর লিখে রাখবেন। তাছাড়াও, আপনার সব ইলেক্‌ট্রিকের জিনিষপত্রগুলি কাদের তৈরী, কোন্‌ মডেল, এবং এগুলির সিরিয়াল নম্বর, তথ্য হিসাবে লিখে রেখে দেবেন। চুরি যাওয়ার পর, পুলিস যদি সেগুলি উদ্ধার করতে পারে, তাহলে এই লিখিত তথ্য প্রমাণ করবে যে এগুলি চোরাই মাল - এবং এগুলি আপনার জিনিষ।

বাড়ির থেকে চুরি

- কোন কোন চোর আপনার গাড়ির চাবি খোঁজে, যাতে তারা আপনার গাড়ি চুরি করতে পারে। চোরদের পক্ষে এটা করা কঠিন করবেন। দেখা যায় এরকম কোন জায়গায় গাড়ির চাবি রাখবেন না।
- দেখা যায় এরকম বার্গলার এ্যালার্ম এবং বাইরে ভালরকম আলো থাকলে চোররা বিরত হয়। কিন্তু নিশ্চিত করবেন যে আপনার সিকিওরিটি লাইটগুলি যাতে চোরদের নাগালের বাইরে থাকে, এবং এগুলি আপনার প্রতিবেশীদের বিরক্ত না করে। সবচেয়ে বেশী হলে, 20 মিনিট বাদে আপনার এ্যালার্ম বাজা নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত (আপনি না থাকার সময় যদি এটা বেজে ওঠে তার জন্য)।

কম্পিউটার: তিনটি অবশ্য-করণীয় জিনিষ

চোররা কম্পিউটার ভালবাসে। এগুলি বিক্রি করে টাকা পাওয়া ছাড়াও, কম্পিউটারে প্রায়ই ব্যক্তিগত তথ্য থাকে (যেমন ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত তথ্য), যা অপরাধীরা জুয়াচুরী করার জন্য ব্যবহার করতে পারে। নিচের ধাপগুলি মেনে চললে, আপনার কমপিউটার আরও সুরক্ষিত হবে।

1. এটাকে লুকিয়ে রাখবেন

আপনার যদি সাথে ল্যাপ্‌টপ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়, তাহলে তার দিকে নজর আকর্ষণ করবেন না। কম্পিউটারের কেসে না নিয়ে এটাকে একটা রাক্‌স্যাকের মধ্যে নেবেন।

2. আপনার ব্যক্তিগত তথ্য যাতে গোপন থাকে তা নিশ্চিত করবেন

আপনার পিন নম্বর (PIN), পাসওয়ার্ড এবং ব্যক্তিগত টাকাপয়সা সংক্রান্ত তথ্য নিরাপদ রাখবেন। ইমেইলের মাধ্যমে আপনার ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত তথ্য পাঠাবেন না অথবা আপনার কম্পিউটারে সেগুলি রাখবেন না।

3. সংরক্ষিত থাকবেন

আপনার সব কাজের নিয়মিত ভাবে ব্যাক আপ (প্রতিলিপি) করবেন এবং আপনার ডিস্কগুলি কম্পিউটারের থেকে আলাদা জায়গায় রাখবেন, যাতে আপনার কাছে কপিরাইটের (গ্রন্থস্বত্বের) প্রমাণ এবং আপনার ফাইলগুলির একটা করে কপি থাকে। আপনি যদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে জিনিষপত্র কেনেন, তাহলে নিশ্চিত করবেন যে সেই কম্পানীর একটা নিরাপদ সার্ভার আছে। (যদি কোন সাইট সংরক্ষিত হয়, তাহলে ঠিকানার লাইনে 'https' অথবা আপনার ব্রাউজারে একটা তালার চিহ্ন দেখতে পাবেন।)

বয়স্ক লোকদের জন্য অতিরিক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

কোন কোন অপরাধের ব্যাপারে বয়স্ক লোকেরা হয়ত আরও বেশী অসহায় বোধ করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাদের বিরুদ্ধে অপরাধ হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। তবে, কিছু সহজ ধাপ নিলে, তা আপনার নিরাপত্তা আরও বাড়াতে সাহায্য করতে পারে।

- বাড়িতে বেশী পরিমাণ নগদ টাকা রাখবেন না - তার বদলে একটা ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট ব্যবহার করবেন।
- বাড়িতে বাজে লোকের আসার (পাশের ছবি দেখুন) ব্যাপারে সব সময় সে বিষয় সংক্রান্ত উপদেশ মেনে চলবেন।
- আপনার কাউন্সিলের কাছে উপদেশ চাইবেন - এদের মধ্যে অনেকেরই নিরাপত্তার কার্যক্রম আছে যা বয়স্ক বা অসহায় লোকদের উদ্দেশ্যে করা।
- আপনি যদি বাড়িতে হোঁচট খান বা পড়ে যান, সেই সময়ে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে একটা ব্যক্তিগত এ্যালার্ম নেওয়ার কথা ভেবে দেখবেন।

বাড়িতে আজেবাজে লোক আসা

আপনার দরজায় যেসব লোক আসেন তাদের মধ্যে বেশীরভাগেরই সত্যিকারের কারণ থাকে। কিন্তু সবসময়ই এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া উচিত।

দরজায় একটা চেইন বা স্পাইহোল (যেটায় চোখ লাগিয়ে দরজার বাইরেটা দেখা যায়) লাগিয়ে নেবেন, যাতে দরজা না খুলে আপনি দেখতে পারেন যে কে এসেছে - আপনার বাড়িওয়ালা বা কাউন্সিল হয়ত আপনাকে এই বিষয়ে সাহায্য করতে পারবে।

মনে রাখবেন: লক করুন, থামুন, চেইন লাগান, যাচাই করুন।

আপনার দরজা ও জানালা **লক করে** রাখবেন।

দরজা খোলার আগে, **থামবেন**। আপনি কি কেউ আসবে বলে আশা করছিলেন? আপনার পিছনের দরজা এবং জানালাগুলি কি লক করা আছে, যাতে লুকিয়ে কেউ ঢুকতে না পারে?

দরজার **চেইনটা** লাগিয়ে দেবেন।

তিনি যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, তাদের দেওয়া পরিচয়পত্র দেখতে চেয়ে, যিনি এসেছেন তার পরিচয় **যাচাই** করবেন। পরীক্ষা করে দেখার সময় দরজার চেইনটা লাগিয়েই রাখবেন। তাদের কার্ডে দেওয়া নম্বরটা টেলিফোনের বইতে দেওয়া কম্পানীর নম্বরের সাথে এক কিনা তা পরীক্ষা করে দেখবেন অথবা ডাইরেক্টরী এন্‌কোয়ারিজ-এ টেলিফোন করবেন। কার্ডে দেওয়া নম্বরটাতে টেলিফোন করবেন না, কারণ এই নম্বরটাও জাল হতে পারে।

যারা সত্যিকারের কারণে আসেন, তারা আসল কিনা তা যাচাই করার উদ্দেশ্যে যতক্ষণ আপনি তাদের কম্পানীর সাথে যোগাযোগ করছেন, ততক্ষণ তারা বাইরে অপেক্ষা করতে কিছু মনে করবেন না।

বেশীরভাগ ইউটিলিটি কম্পানী, যেমন গ্যাস, জল ও ইলেক্‌ট্রিসিটি সরবরাহকারীরা, এখন একটা পাসওয়ার্ডের কার্যক্রম চালান। আপনার সরবরাহকারীদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের প্রত্যেকের সাথে আলাদা করে আপনার মনে থাকার মত একটা অনন্য পাসওয়ার্ড ঠিক করে নেবেন। যখন কোন প্রতিনিধি আসবেন তখন তিনি আপনাকে আপনার অনন্য পাসওয়ার্ডটা বলবেন। এর মানে হচ্ছে যে আপনার দরজায় যারা আসবেন তারা যে আসল লোক সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন।

আপনার যদি কোনরকম সন্দেহ থাকে, তাহলে তাদের ঢুকতে দেবেন না। তাদের একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট (আগে থেকে তারিখ ও সময় ঠিক) করে অন্য সময়ে ফিরে আসতে বলবেন।

আরও তথ্যের জন্য 0800 00 99 66 নম্বরে এইজ কনসার্ন-এর তথ্যের লাইনে টেলিফোন করবেন অথবা www.ageconcern.org.uk ঠিকানায় দেখবেন।

আপনার পরিচয়কে সুরক্ষিত করবেন। এটা গোপন রাখবেন, এটা নিরাপদ রাখবেন

অন্য কাউকে এগুলি জানাবেন না

যদি চোররা আপনার ব্যক্তিগত তথ্য জানতে পারে, তাহলে সেগুলি ব্যবহার করে তারা আপনার নামে ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট খুলতে পারে অথবা ক্রেডিট কার্ড, ঋণ ও বেনিফিট নিতে পারে। তাছাড়াও, চোররা এগুলি ব্যবহার করে আপনার নামে কাগজপত্র পেতে পারে, যেমন ড্রাইভিং লাইসেন্স অথবা পাসপোর্ট।

অপরাধীরা যে তথ্যগুলি চায়, তার মধ্যে রয়েছে আপনার নাম, জন্মতারিখ, ঠিকানা, ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স (NI) নম্বর, এবং ব্যাঙ্ক ও ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত তথ্য। এই তথ্যগুলি নিরাপদ রাখবেন - অন্লাইনে থাকাকালীন এবং যখন অন্লাইনে থাকবেন না এই দুই সময়েই।

অন্লাইনে নিরাপদ থাকা

- উপযুক্ত ফায়ারওয়াল ও নিরাপত্তার সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে আপনার কম্পিউটারের সুরক্ষা করবেন। অন্যরাও ব্যবহার করতে পারে এরকম কম্পিউটার ব্যবহার করার পরে সবসময় লগ অফ করবেন এবং ব্যবহার করা শেষ হওয়ার পরে আপনার হিস্ট্রি (ইতিহাস) মুছে ফেলবেন।
- আপনি কার সাথে কাজকর্ম করছেন সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নেবেন - না চাওয়া ইমেইলে দেওয়া লিংকের মাধ্যমে কোন সাইটে ঢুকবেন না। শুধু পরিচিত ওয়েবসাইটগুলি ব্যবহার করবেন।
- শুধু নিরাপদ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করবেন। ঠিকানার লাইনে 'https' অথবা আপনার ব্রাউজারে একটা তালার চিহ্ন খুঁজে দেখবেন। এগুলির থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি ওয়েবের একটা নিরাপদ পাতায় রয়েছেন।

- পাসওয়ার্ড ও পিন নম্বরগুলি সুরক্ষিত রাখবেন। একটার বেশী এ্যাকাউন্টের জন্য একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করবেন না এবং ব্যাঙ্কের পাসওয়ার্ডগুলি অন্য কোন ওয়েবসাইটের জন্য ব্যবহার করবেন না। এমন পাসওয়ার্ড বেছে নেবেন যেটা অন্য কেউ অনুমান করতে পারবে না। এমন কোন শব্দ বা নম্বর ব্যবহার করবেন না যেটা আপনার পরিচিত লোকেরা হয়ত সহজেই অনুমান করতে পারবে।
- ফেসবুক অথবা মাইস্পেস-এর মত সামাজিক যোগাযোগের সাইট ব্যবহার করার সময়, নিজের সম্বন্ধে খুব বেশী তথ্য যাতে আপনি না দিয়ে ফেলেন, তা নিশ্চিত করবেন - যারা পরিচয় চুরি করে তারা, প্রকাশিত তথ্য অল্প অল্প করে জোড়া দিয়ে আপনার পরিচয় তৈরী করে ফেলতে পারে, যেমন করে জোড়া দিয়ে দিয়ে একটা জিগ্‌স তৈরী করা হয়।

অফ্‌লাইনে নিরাপদ থাকা

ডাকে আসা চিঠিপত্র

- যেসব কাগজপত্রে আপনার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত তথ্য আছে সেগুলি ফেলে দেওয়ার আগে হয় সেগুলিকে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলবেন নয়ত ধ্বংস করে ফেলবেন - বিশেষ করে রশিদ, ব্যাঙ্কের স্টেটমেন্ট এবং অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত কাগজপত্র। আপনার ফেলে দেওয়া চিঠিপত্র বা ডাকে আসা আজেবাজে কাগজপত্র, একজন অপরাধীকে, জাল পরিচয় তৈরী করে অপরাধ করার মত সব তথ্য দিতে পারে।
- ঘরবাড়ির সকলের ব্যবহার্য জায়গায় আপনার চিঠিপত্র ফেলে রাখবেন না। যদি সম্ভব হয়, তাহলে আপনার লেটারবক্সটা (চিঠি দিয়ে যাওয়ার বাক্সটা) তালা দিয়ে বন্ধ করার ব্যবস্থা করবেন। অন্‌লাইনে ব্যাঙ্কের ও বিল সংক্রান্ত কাজকর্মগুলির ব্যবস্থা করে নেবেন, কারণ এতে আপনাকে ডাকে পাঠানো চিঠিপত্রের সংখ্যা কমে যাবে।
- আপনার ইউটিলিটি কম্পানীগুলির কাছ থেকে কোন্ তারিখে আপনার বিলগুলি পাওয়ার কথা তা জেনে রাখবেন। আপনার বিলে হয়ত টাকা দেওয়ার ব্যাপারে তথ্য এবং অন্যান্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকতে পারে। আপনার বিল যদি না এসে পৌঁছায়, তাহলে আপনার সরবরাহকারীর সাথে যোগাযোগ করবেন।

- আপনি বাড়ি বদল করলে আপনার নতুন ঠিকানায় ডাকের চিঠিপত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। আপনি যদি সন্দেহ করেন যে আপনার চিঠিপত্র চুরি করা হচ্ছে, তাহলে রয়াল মেইল-এর সাথে যোগাযোগ করবেন - এটা সম্ভব যে, কেউ আপনার অজান্তে আপনার নামের চিঠিপত্র অন্য জায়গায় পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে।
- আপনি যখন কিছুদিনের জন্য বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় থাকবেন, তখন আপনার পরিবারের কাউকে, অথবা আপনি বিশ্বাস করেন এমন কাউকে, নিয়মিত ভাবে এসে আপনার লেটারবক্স বা আপনার সামনের দরজার পিছন থেকে আপনার সব চিঠিপত্র সরিয়ে নিতে বলবেন। তা নাহলে রয়াল মেইল-এর Keepsafe™ পরিষেবাটি ব্যবহার করবেন, যেটা, দুই মাস পর্যন্ত আপনার চিঠিপত্র জমিয়ে রাখতে পারে।

- অন্যদের সাথে একই ঢোকার পথ ব্যবহার করতে হয় এরকম কোন বাড়িতে আপনি যদি বাস করেন, তাহলে ব্যাঙ্কের কার্ড ও চেক্‌বইগুলি সরাসরি ব্যাঙ্কের থেকে সংগ্রহ করার বন্দোবস্ত করবেন।

08457 740740 নম্বরে অথবা www.royalmail.com ঠিকানায় আপনি রয়াল মেইল-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

অন্যান্য

- আপনি যদি উদ্বিগ্ন থাকেন যে আপনার নামে কেউ ক্রেডিট (ধারে কেনার) নেওয়ার চেষ্টা করছে, তাহলে কলক্রেডিট, ইকুইফ্যাক্স এবং এক্সপেরিয়ান, এই তিনটি ক্রেডিট রেফারেন্স কম্পানীর কোন একটির থেকে আপনার ব্যক্তিগত ক্রেডিটের ফাইলের একটা কপি চাইবেন।
- ব্যাঙ্কের স্টেটমেন্ট আসা মাত্র সেটা পরীক্ষা করে দেখবেন। যদি তাতে কোন অপরিচিত লেনদেন দেখানো হয়, তাহলে সেই সংশ্লিষ্ট কম্পানীর সাথে তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ করবেন।
- টেলিফোনে বা ইমেইলের মাধ্যমে পাসওয়ার্ড, ব্যক্তিগত বা ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত তথ্য কখনও দেবেন না। যদি কেউ টেলিফোন করে বলে যে সে আপনার ব্যাঙ্ক বা ইউটিলিটি কম্পানীর থেকে কথা বলছে, তাহলে তার নাম জিজ্ঞাসা করবেন এবং তাদের চিঠিপত্রে ছাপা অফিসের টেলিফোন নম্বর ব্যবহার করে তাকে ফিরতি টেলিফোন করবেন।

আপনার জিনিষপত্র সুরক্ষিত করবেন। এগুলিকে নিরাপদ রাখবেন, এগুলিকে লুকিয়ে রাখবেন

আপনার জিনিষপত্রের যত্ন নেবেন

আপনি শুনতে পান যে লোকের ব্যাগ ছিনতাই হয়েছে অথবা তাদের মোবাইল ফোন চুরি গেছে। আসলে, আপনার ও আপনার পরিবারের ক্ষেত্রে এটা ঘটার সম্ভাবনা কম এবং এই সম্ভাবনাটা আরও কমানোর উদ্দেশ্যে আপনি অনেক কিছু করতে পারেন।

চলাফেরা করার সময় নিরাপদ থাকবেন

আপনি কি কি করতে পারেন

- আপনার ব্যাগের বোতামের দিকটা ভিতর দিকে রেখে, ব্যাগটা আপনার গায়ের কাছে রাখবেন। এটার জিপটা বন্ধ করে রাখবেন এবং আপনার টাকাপয়সার ছোট ব্যাগ যাতে দেখা না যায় তা নিশ্চিত করবেন। সাথে বেশী পরিমাণের নগদ টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন না।
- আপনার ব্যাগ এমন জায়গায় রাখবেন যাতে আপনি সেটা দেখতে পান। যখন কোন জনসাধারণের ব্যবহার্য জায়গায় যাবেন, যেমন কোন বার বা রেস্তোরাঁতে, তখন একটা হ্যান্ডেল বা স্ট্র্যাপটা কোন আংটায় বা চেয়ারের পায়ার নিচে আটকে রাখার চেষ্টা করবেন, যাতে সেই ব্যাগটা সহজে নেওয়া না যায়।
- আপনি যদি দামী গয়নাগাটি পরে থাকেন অথবা সাথে অন্যান্য দামী জিনিষ থাকে, তাহলে সতর্ক থাকবেন। মোবাইলে কথা বলা, হেডফোনে সঙ্গীত শোনা অথবা একটা ল্যাপ্‌টপ নিয়ে ঘোরাফেরা করা, সবই চোরদের দেখিয়ে দেয় যে আপনার কাছে চুরি করে লাভ করার মত জিনিষ আছে।

- আপনি কোন্ পথে যাতায়াত করবেন তা ভেবে দেখবেন, বিশেষ করে আপনি যদি একা থাকেন, অথবা দোকানবাজার করার পরে বেশী রাত্রিতে আপনার সাথে অনেকগুলি জিনিষপত্রের ব্যাগ থাকে। অন্ধকার জায়গাগুলি এড়িয়ে চলবেন, যেমন গলিঘুজি বা অন্ধকার বারান্দা।
- আপনার আশপাশ সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন।
- আপনার দামী জিনিষপত্র আলাদা জায়গায় রাখার কথা ভেবে দেখবেন, যাতে আপনার ব্যাগ খোয়া গেলেও, আপনার সবকিছু খোয়া যাবে না।
- আপনার দামী জিনিষপত্র, কোন গভীর পকেটে অথবা এমন পকেটে রাখবেন যেগুলি আট্‌কানো বা পুরোপুরি বন্ধ করা যায়।

রাস্তাঘাটে সঙ্গীত শোনার সময় অতিরিক্ত সাবধান থাকবেন - আপনার হেডফোনগুলি চোরদের বলে দেবে যে আপনার কাছে চুরি করার মত কিছু আছে, এবং সঙ্গীতের জন্য আপনি হয়ত আপনার আশপাশ সম্বন্ধে কম সচেতন থাকবেন।

যেসব জায়গায় অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হবে

চুপ্‌চাপ বা অন্ধকার জায়গায় ডাকাতি হওয়ার এবং ব্যস্ত জায়গায় পকেট মারা যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। চোররা ভীড়ের জায়গায়ও কাজ করে, যেমন, টিউব ও ট্রেইন স্টেশনে, এবং বাস স্টপে, যেখানে লোকেদের মোবাইল ফোন ব্যবহার করার সম্ভাবনা থাকে। যদি সম্ভব হয় তাহলে, কাজের জায়গায় বা বাড়িতে পৌঁছানোর পরে ফোন করবেন বা টেক্সট মেসেজ পাঠাবেন।

যেসব জায়গায় অতিরিক্ত সতর্ক থাকবেন সেগুলি হল:

- টিউব এবং ট্রেইনের স্টেশনে
- ক্যাশ মেশিনের কাছে
- কার পার্কে
- বাসে ওঠা ও নামার সময়, এবং
- ভীড়ের জায়গায়, বিশেষ করে অফিসে যাওয়া ও ফেরার সময়গুলিতে।

আপনার ব্যাঙ্কের কার্ড

আপনার ব্যাঙ্কের কার্ডগুলির ব্যাপারে একটু অতিরিক্ত সাবধান থাকবেন এবং কখনও আপনার পিন নম্বর লিখে রাখবেন না অথবা কাউকে বলবেন না।

এটিএম্ (ATM) (ক্যাশ মেশিন)

আপনার যদি কোন ক্যাশ মেশিনের থেকে টাকা তোলার দরকার হয়, তাহলে তা দিনের বেলায় করার চেষ্টা করবেন। যদি পারেন, তাহলে ব্যাঙ্কের ভিতরের কোন মেশিন ব্যবহার করবেন, কারণ সেটার কোন অবৈধ পরিবর্তন করা হয়ে থাকার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। তা যদি না সম্ভব হয়, তাহলে ভালরকম আলোকিত কোন জনবহুল রাস্তার একটা মেশিন বেছে নেবেন।

কীবোর্ডটা আপনার অন্য হাতটা দিয়ে ঢেকে রাখবেন, যাতে আপনি যে নম্বরগুলি টিপ্ছেন সেগুলি কেউ দেখতে না পারে। কেউ যদি আপনাকে অন্যমনস্ক করে দেওয়ার চেষ্টা করে অথবা আপনার কাছে এসে দাঁড়ায়, তাহলে আপনি যে কাজটা করছেন সেটা নাকচ করে দেবেন এবং আপনার কার্ডটা নিয়ে সেখান থেকে চলে যাবেন। আপনি কোন নগদ টাকা তুলে থাকলে, তৎক্ষণাৎ তা সরিয়ে রাখবেন।

টেলিফোনে, কোন দোকানে, অথবা জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন জায়গায় (যেমন কোন ইন্টারনেট কাফেতে) অন্লাইনে, আপনার কার্ডের তথ্য অথবা ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়ার সময় নিশ্চিত করবেন যাতে অন্য কেউ আপনার তথ্য দেখতে না পায় অথবা আপনি যা বলছেন তা শুনতে না পায়।

আপনার কার্ড যদি চুরি হয়, তাহলে যত তাড়াতড়ি সম্ভব আপনার কার্ড সরবরাহকারীর সাথে যোগাযোগ করে সেগুলি বাতিল করে দেবেন, যাতে কোন চোর সেই কার্ডগুলি ব্যবহার করতে না পারে। আপনার স্টেটমেন্টে আপনি একটা 24-ঘন্টার ইমারজেন্সী (অকস্মাৎ জরুরী দরকারের) নম্বর পাবেন এবং এটা আপনার মোবাইলে অথবা ডায়রীতে লিখে রাখার কথা বিবেচনা করে দেখবেন। www.cardwatch.org.uk ঠিকানায়ও ইমারজেন্সী নম্বরের একটা তালিকা পাওয়া যাবে।

আপনার মোবাইল

আপনার মোবাইল ফোন চুরি হলে, সেটার জায়গায় আর একটা মোবাইল ফোনের ব্যবস্থা করা যে ব্যয়বহুল, সেটাই যথেষ্ট খারাপ। তাছাড়া, সব জমানো নম্বর, মেসেজ, ছবি এবং ডাইনলোডগুলি খোয়া যাওয়ার ঝামেলাও থাকে। কাজেই, কিভাবে আপনার ফোনটা সুরক্ষিত রাখতে পারেন?

পাব বা রেস্তোরাঁতে টেবিলের ওপর আপনার ফোনটা **রাখবেন না** এবং কোন ভীড়ের জায়গায় এটা ব্যবহার না করার চেষ্টা করবেন।

যেসব জায়গায় চোররা প্রায়ই সক্রিয় থাকে - যেমন টিউব ও ট্রেইন স্টেশন, অথবা বাস স্টপে, সেখানে আপনার ফোন ব্যবহার করার সময় **সচেতন থাকবেন**। আপনি যদি এইসব জায়গায় ফোন ব্যবহার করেন, তাহলে সেটা করা নিরাপদ বলে আপনি সন্তুষ্ট কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হবেন। আপনার যদি সন্দেহ থাকে, তাহলে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কোন জায়গায় না পৌঁছানো পর্যন্ত ফোনটা ব্যবহার না করাই হয়ত সবচেয়ে ভাল হবে।

হাঁটার সময় আপনি যদি ফোন ব্যবহার করেন, তাহলে **সতর্ক থাকবেন** এবং আশেপাশে কি ঘটছে সে দিকে নজর রাখা নিশ্চিত করবেন।

আপনার নেটওয়ার্ক চালনাকারীর সাথে আপনার ফোনটা **রেজিস্টার করবেন**। এর মানে হচ্ছে যে আপনার ফোনটা চুরি হলে, তারা কল করা বন্ধ করে দিতে পারে, যাতে চোর সেটা ব্যবহার করতে না পারে। তাছাড়াও আপনি আপনার মোবাইলটা 'ইম্‌মোবিলাইজ'-এর (www.immobilise.com) মত একটা বিনা খরচের সম্পত্তির তথ্যের তালিকায় রেজিস্টার করতে পারেন। ইম্‌মোবিলাইজ, আপনার ফোনটা উদ্ধার করতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে, পুলিসকে, আপনার ইন্‌সিওরেন্স কম্পানীকে এবং ব্যবহৃত জিনিষপত্রের ব্যবসাগুলিকে জানিয়ে দেবে।

আপনার 15-নম্বরের রেজিস্ট্রেশন নম্বর [এটাকে আইএম্‌ইআই (IMEI) অথবা ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ইকুইপ্‌মেন্ট আইডেন্‌টিটি নম্বরও বলা হয়] এবং আপনার ফোনের নম্বরটা **লিখে রাখবেন**। এই নম্বরগুলি আলাদা জায়গায় সুরক্ষিত রাখবেন। বেশীরভাগ ফোনেই *#06# বোতামগুলি টিপলে অথবা ফোনের ব্যাটারীর নিচে দেখলে, আপনার আইএম্‌ইআই নম্বরটা পাবেন।

আপনার ফোন যদি চুরি হয়, তাহলে সেটা আপনার নেটওয়ার্কের অপারেটারকে (অথবা 08701 123 123 নম্বরে টেলিফোন করবেন) এবং পুলিসকে জানাবেন। একটা চুরি যাওয়া ক্রেডিট কার্ডের মতই, আপনার ফোনটাকে ব্লক করে (আট্‌কে) দেওয়া যায়। একবার ব্লক করা হলে, সেই ফোনটা আর ব্যবহার করা যায় না।

আমি যদি একজন ছাত্র/ছাত্রী হই তাহলে কি হবে?

ছাত্র/ছাত্রীরা প্রায়ই অন্যদের সাথে এক বাড়িতে অথবা হল্‌স অভ্‌ রেসিডেন্সে বাস করে। এতে আপনাকে এবং আপনার জিনিষপত্রকে চুরির ব্যাপারে আরও দুর্বল করে দেয়। কয়েকটি অতিরিক্ত সাবধানতার ব্যবস্থা নিলে আপনি অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত হবেন - এবং এর ফলেই সবকিছুতে তফাৎ হতে পারে।

- আপনার দরজা লক করে রাখবেন, এমনকি আপনি বারান্দা দিয়ে একটু সময়ের জন্য কোথাও গেলে, বা আপনার ফ্ল্যাটের অন্যান্যরা বাড়িতে থাকলেও।
- 'আমি বাড়িতে নেই' (অথবা এইরকম কিছু) আপনার দরজায় লিখে রেখে যাবেন না - এটা চোরদের বিজ্ঞাপন দিয়ে বিষয়টা জানায়।
- আপনার চাবি বা পরিচয়পত্র (ID card) কাউকে ধার দেবেন না।
- কার সাথে দেখা করতে এসেছে তা না যাচাই করে কাউকে বোতাম টিপে ঢুকতে দেবেন না, এবং আপনি ঢোকার সময় অপরিচিত কাউকে আপনার সঙ্গে ঢুকতে দেবেন না। খাবার সরবরাহকারী কম্পানী প্রভৃতিকে আপনার এ্যাক্‌সেস (ঢোকার) কোড দেবেন না।
- আপনার সব জিনিষপত্র যাতে ইন্‌সিওর করা থাকে তা নিশ্চিত করবেন - চোররা জানে যে অন্যান্য বাড়ির তুলনায়, ছাত্র/ছাত্রীদের বাড়িতে ল্যাপ্‌টপ, স্টেরিও এবং এম্‌পি3 (MP3) প্লেয়ার থাকার সম্ভাবনা বেশী থাকে।
- ছুটির সময় আপনার সব জিনিষপত্র বাড়িতে নিয়ে যাবেন অথবা কোন মজুত রাখার জায়গায় রেখে যাবেন - চোররা জানে যে এই সময়ে, এই বাসস্থানে কেউ থাকবে না।

আপনি যখন বাড়ির বাইরে যাবেন

- আপনার স্থানীয় এলাকাটা এবং ইউনিভার্সিটি বা কলেজে যাওয়ার কোন্‌ পথগুলি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ তা জেনে রাখবেন। তাড়াতাড়ি এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবে হাঁটবেন - হারিয়ে গেছেন এরকম ভাব দেখালে, আপনাকে চোখে পড়বে।
- আপনি যখন মদ পান করবেন তখন ভেবে দেখবেন - বেশী রাত্রে হেঁটে বাড়ি না ফিরে বাসে করে যাবেন অথবা বন্ধুদের সাথে ভাগ করে একটা ট্যাক্সি নেবেন। বেশীরভাগ ডাকাতির ঘটনাই ঘটে রাত 10টা থেকে 2টার মধ্যে এবং চোরেরা পাব ও ক্লাবগুলির বাইরে ছাত্র/ছাত্রীদের অপরাধের লক্ষ্য করতে পারে, যখন তারা নিরাপত্তা সম্বন্ধে হয়ত অপেক্ষাকৃত কম সচেতন থাকতে পারে।

আপনার ইউনিভার্সিটি বা কলেজে

বেশীরভাগ ইউনিভার্সিটি বা কলেজ তাদের নিজস্ব এলাকায় সুরক্ষা বা নিরাপত্তার কার্যক্রম চালায়। ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পরের' বাসের ব্যবস্থা এবং কোন্‌ এলাকাগুলি এড়িয়ে চলতে হবে সে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া, এই কার্যক্রমের মধ্যে আছে।

আরও তথ্যের জন্য www.nus.org.uk ঠিকানায় গিয়ে দেখবেন।

যানবাহন সংক্রান্ত অপরাধ। এটাকে সুরক্ষিত রাখবেন, এটাকে লুকিয়ে রাখবেন, এটাকে তালা বন্ধ করে রাখবেন

যানবাহন সংক্রান্ত অপরাধ কমানো

যানবাহনের চুরি হল সুযোগ এসে পড়ার ফলে করা অপরাধ, যার মধ্যে সাইকেল ও মোটরসাইকেল চুরি করাও পড়ে। গাড়ি চালকদের মধ্যে এক পঞ্চমাংশ বলেছেন যে তারা নিয়মিত লক না করে গাড়ি ছেড়ে যান। এর মানে হচ্ছে যে যানবাহন সংক্রান্ত বহু অপরাধই সহজে প্রতিরোধ করা যেতে পারে। এখানে একটা টীকার তালিকা দেওয়া হল।

কৌশলের মাধ্যমে চোরদের পরাস্ত করা

1 নম্বর নিয়ম: সবসময় আপনার গাড়ি লক করে রাখবেন। সানরুফ্ এবং জানালাগুলি বন্ধ করাও এর মধ্যে পড়ে - এমনকি আপনি যদি কয়েক সেকেন্ডের জন্যও এটাকে ছেড়ে কোথাও যান। আপনার গাড়ি বা জিনিষপত্র চুরি করতে কোন অপরাধীর পক্ষে এইটুকু সময়ই যথেষ্ট।

2 নম্বর নিয়ম: আপনার গাড়িতে কোন কিছু রেখে যাবেন না, বিশেষ করে রাত্রে যখন গাড়িটা দাঁড় করানো থাকে, তা সে দামী কিছু হোক বা নাই হোক। যানবাহন চুরি বা যানবাহনের থেকে হওয়া চুরির প্রায় 63%ই হয়, যখন সেটা বাড়ির সামনে দাঁড় করানো থাকে। আপনাকে যদি কিছু গাড়ির মধ্যে রেখে যেতে হয়, তাহলে তা হয় বুটের মধ্যে, নয়ত চোখের আড়ালে রাখবেন। স্টেরিও, মোবাইল ফোন অথবা স্যাটেলাইট নেভিগেশনের যন্ত্রপাতির মত দামী জিনিষের ব্যাপারে বিশেষ করে সাবধান থাকবেন।

3 নম্বর নিয়ম: সাবধান হয়ে পার্ক করবেন। সম্ভব হলে, জনবহুল বা ভালরকম আলো দেওয়া জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরার কাছে, অথবা পুলিসের অনুমোদিত কার পার্কে (সাইনবোর্ডে 'পার্কমার্ক' চিহ্ন খুঁজে দেখবেন) গাড়ি রাখবেন। কোন্ কার পার্কগুলি অনুমোদিত তা www.saferparking.com ঠিকানায় জানতে পারবেন।

সেইফ্‌টি (নিরাপত্তার) রেলিং ও মাটিতে লাগানো আংটার মত দৃঢ় ভাবে লাগানো কোন কিছুর সাথে চেইন দিয়ে সাইকেল, মোটরসাইকেল এবং স্কুটার আট্‌কে রাখবেন। আপনার চেইনটা যাতে মাটিতে লেগে না থাকে তা নিশ্চিত করে, আপনি সেটা চোরদের পক্ষে ভাঙ্গা আরও অনেকটা কঠিন করতে পারেন।

আপনার গাড়ি সুরক্ষিত রাখবেন

- কখনও চাবিটা ইগ্‌নিশনে লাগিয়ে রেখে যাবেন না, এমনকি কোন গ্যারেজে পেট্রোলের দাম দেওয়ার সময়েও।
- বাইরে থেকে দেখা যায় এমন কিছু গাড়িতে রাখবেন না (এমনকি যখন গাড়িটা আপনার ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে তখনও)। আপনি যদি পারেন, তাহলে আপনার স্যাটেলাইট নেভিগেশন অথবা ডিএবি (DAB) রেডিও কনভার্টার যন্ত্রটি সঙ্গে নিয়ে যাবেন। উইন্ডস্ক্রীনে কোন সাক্‌শন প্যাডের দাগ থাকলে তা মুছে ফেলবেন, কারণ এটা, একজন চোরকে এই জিনিষটা থাকার কথা জানাতে পারে।

- গাড়ি সংক্রান্ত কাগজপত্র অথবা অতিরিক্ত চাবি কখনও গাড়ির মধ্যে রাখবেন না। বাড়ির মধ্যে এগুলি লুকিয়ে রাকবেন, কিন্তু দরজার পাশে নয়। হলের টেবিল থেকে গাড়ির চাবি চুরি করার জন্য, চোররা হয়ত চিঠি ফেলার ফাঁক দিয়ে একটা হুক বা লাঠি ঢোকাতে পারে।
- ইতিমধ্যেই যদি আপনার গাড়িতে এটা না থাকে, তাহলে একটা গাড়ির এ্যালার্ম অথবা অনুমোদিত ইলেক্‌ট্রনিক ইম্‌মোবিলাইজার লাগানোর কথা বিবেচনা করে দেখবেন। একটু পুরানো গাড়িতে আপনি স্টীয়ারিং লক ব্যবহার করতে পারেন। www.thatcham.org ঠিকানায় (টেলিফোন 01635 868855) থ্যাচাম-এর পরীক্ষা করা জিনিষগুলির সম্বন্ধে অথবা www.soldsecure.com ঠিকানায় (টেলিফোন 01327 264687) সোল্ড সিকিওর-এর পরীক্ষা করা জিনিষগুলির সম্বন্ধে আপনি তথ্য পাবেন।

- আপনার যদি একটা 4X4 বা হাই-পারফর্ম্যান্স গাড়ি সমেত কোন দামী গাড়ি থাকে, তাহলে থ্যাচাম-এর ক্যাটেগোরী 5 পর্যায়ের ট্র্যাকিংয়ের (যেটাকে অনুসরণ করা যায়) যন্ত্র লাগানোর কথা বিবেচনা করে দেখবেন। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য www.thatcham.org ঠিকানায় গিয়ে দেখবেন।
- উইন্ডস্ক্রীন ও হেডলাইট সমেত, গাড়ির সব কাঁচের ওপর আপনার গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা খোদাই করিয়ে নেবেন।
- চুরি হওয়া প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে, আপনার গাড়ির নাম্বারপ্লেটগুলি যাতে শক্ত করে আট্‌কানো থাকে তা নিশ্চিত করবেন। আদর্শ হিসাবে থেফ্‌ট-রেজিট্যান্ট (চুরি-প্রতিরোধকারী) প্লেট ব্যবহার করবেন। স্ক্রু বিহীন আঠা দিয়ে লাগানো নাম্বারপ্লেট লাগাবেন না। একজন চোর এটা অন্য গাড়িতে লাগাতে পারবে। চুরি করা নাম্বারপ্লেটটা হয়ত অন্য গাড়িতে লাগিয়ে তার পর সেই গাড়িটা ব্যবহার করে কোন অপরাধ করা হবে - কিন্তু এর সংশ্লিষ্ট কোন জরিমানা বা চার্জ আপনার হতে পারে। আপনার নাম্বারপ্লেট চুরি হলে, তা পুলিসকে জানানো নিশ্চিত করবেন।
- আপনি যখন অপরিচিত জায়গা দিয়ে আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে যাবেন, তখন দরজাগুলি লক করে এবং জানালাগুলির কাঁচ তুলে রাখবেন। ব্যগ এবং মোবাইল ফোন চোখের আড়ালে রাখবেন। আলো লাল থেকে সবুজ হতে যা সময় লাগে, তার মধ্যে একজন চোর হাত বাড়িয়ে আপনার প্যাসেঞ্জার সীটে যা আছে তা চুরি করে নিতে পারে।
- আপনার যদি কোন কিছু গাড়িতে রেখে যেতে হয়, তাহলে তা বুটে রেখে যাবেন - এমনকি আপনি শুধু কয়েক মিনিটের জন্য গাড়ি ছেড়ে গেলেও।

আপনার মোটরসাইকেল এবং স্কুটার সুরক্ষিত রাখবেন

- একটা স্টীয়ারিং লক লাগাবেন এবং সিকিওরিটি রেলিং বা মাটিতে লাগানো আংটার সাথে শক্ত স্টীলের দড়ি বা ডি-লক (D-lock) দিয়ে আট্‌কে দেবেন।
- একসঙ্গে এ্যালার্ম ও ইম্‌মোবিলাইজারের কাজ করে এরকম একটা যন্ত্র পেশাদারকে দিয়ে লাগিয়ে নেবেন। কোন্ যন্ত্রটা সবচেয়ে ভাল, সে বিষয়ে থ্যাচাম ও সোল্ড সিকিওর আপনাকে পরামর্শ দিতে পারবে। www.thatcham.org ঠিকানায় (টেলিফোন 01635 868855) থ্যাচাম-এর পরীক্ষা করা জিনিষগুলির সম্বন্ধে অথবা www.soldsecure.com ঠিকানায় (টেলিফোন 01327 264687) সোল্ড সিকিওর-এর পরীক্ষা করা জিনিষগুলির সম্বন্ধে আপনি তথ্য পাবেন।
- আপনার যদি কোন গ্যারেজ থাকে, তাহলে সেটা ব্যবহার করবেন। অথবা, যখন ব্যবহার করবেন না, তখন আপনার মোটরসাইকেল বা স্কুটারটা ঢেকে রাখবেন।

আপনার বাইসাইকেল সুরক্ষিত রাখবেন

- একটা ভাল মানের তালা কিনবেন, যেটা আক্রমণ সহ্য করতে পারবে। শক্ত করা স্টীলের ডি-লক অথবা শক্ত চেইনই সবচেয়ে ভাল, কিন্তু, একটা ভাল সাইকেলের দোকান বা ডিআইওয়াই-এর (DIY-এর) দোকান আপনাকে উপদেশ দিতে পারবে। অতিরিক্ত সুরক্ষার জন্য আপনি দু'টা লক ব্যবহার করতে পারেন (এবং এর ফলে আপনার সাইকেল চুরি করার চেষ্টা থেকে চোররা বিরত হবে)। সচরাচর একটা লকের দাম আপনার সাইকেলের দামের 10%-এর কাছাকাছি হওয়া উচিত, বিশেষ করে আপনার সাইকেলটা যদি দামী হয়।

- যখন আপনার সাইকেলটা লক করবেন, তখন নড়ানো যায়না এরকম একটা জিনিষের সাথে সেটা আট্‌কাবেন। ফ্রেম এবং দু'টি চাকাই আট্‌কানোর চেষ্টা করবেন, এবং 'তাড়াতাড়ি খোলা যায়' এরকম আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র আট্‌কে রাখবেন।

- আপনার বাড়িতে আপনার সাইকেল সুরক্ষিত রাখা গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভব হলে, এটাকে শেড বা গ্যারেজে লক করে রাখবেন। এটাকে ভাল ভাবে লক করা নিশ্চিত করবেন, বিশেষ করে এটা যদি অন্যদের ব্যবহার্য জায়গায় থাকে।

- আপনি যখন বাইরে যাবেন, তখন নড়ানো যায় না এরকম কোন কিছুর সাথে সবসময় আপনার সাইকেলটা লক করবেন, এমনকি শুধু কয়েক মিনিটের জন্য হলেও (এটা যাতে তুলে নেওয়া না যায় তা নিশ্চিত করবেন)। এই লকটা মাটির থেকে উঁচুতে রাখবেন, কারণ এতে তালা ভাঙ্গাটা আরও কঠিন হয়, এবং তালা আর সাইকেলের মাঝখানের দূরত্বটা যতটা সম্ভব কম রাখার চেষ্টা করবেন।

- আপনার সাইকেলের ফ্রেমে আপনার নাম ও পোস্টকোড দিয়ে সিকিওরিটি-চিহ্ন করিয়ে নেবেন। আপনার স্থানীয় পুলিস হয়ত এই বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারবে।

আরও তথ্য

বাসস্থান সুরক্ষিত রাখা

আরও তথ্যের জন্য **www.direct.gov.uk/homesecurity** ঠিকানায় গিয়ে দেখবেন অথবা নিচের ঠিকানায় গিয়ে আপনার স্থানীয় নেইবারহুড পোলিসিং টীমের সাথে যোগাযোগ করবেন: **http://local.direct.gov.uk/LDGRedirect/Policing.do?ref=neighbourhood**

www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/publicity_catalogue ঠিকানায় ক্রাইম রিডাক্শন ওয়েবসাইটের থেকে নিচের প্রচারপত্রগুলির (লিফলেটগুলির) কপি অর্ডার দেওয়া যাবে অথবা ডাউনলোড করা যাবে:

- *বি সেইফ, বি সিকিওর: ইওর প্র্যাক্টিকাল গাইড টু ক্রাইম প্রিভেন্শন (Be safe, be secure: Your practical guide to crime prevention)*
- *পীস অভ্ মাইন্ড হোয়াইল ইউ আর এ্যাওয়ে (Peace of mind while you're away)*
- *এ গাইড টু হোম সিকিওরিটি (A guide to home security)*

যানবাহন সুরক্ষিত রাখা

আরও তথ্যের জন্য **www.direct.gov.uk/vehiclesecurity** ঠিকানায় গিয়ে দেখবেন অথবা নিচের ঠিকানায় গিয়ে আপনার স্থানীয় নেইবারহুড পোলিসিং টীমের সাথে যোগাযোগ করবেন: **http://local.direct.gov.uk/LDGRedirect/Policing.do?ref=neighbourhood**

পার্কমার্ক® সেইফার পার্কিং আপনাকে বলতে পারবে যে কোন্ কার পার্কগুলি পুলিসের অনুমোদিত। **www.saferparking.com** ঠিকানায় গিয়ে দেখবেন।

সোল্ড সিকিওর, স্বীকৃতি পাওয়া সুরক্ষা সংক্রান্ত জিনিষের একটা তালিকা দিতে পারে। **www.soldsecure.com** ঠিকানায় গিয়ে দেখবেন অথবা 01327 264687 নম্বরে টেলিফোন করবেন।

থ্যাচাম, ইম্মোবিলাইজার (নড়ানো অসাধ্য করে এরকম জিনিষ) এবং অন্যান্য সুরক্ষা সংক্রান্ত জিনিষ সম্বন্ধে তথ্য দেয়। **www.thatcham.org** ঠিকানায় গিয়ে দেখবেন অথবা 01635 868855 নম্বরে টেলিফোন করবেন।

পরিচয় চুরি হওয়া প্রতিরোধ করা

আরও তথ্যের জন্য **www.direct.gov.uk/idtheft** অথবা **www.identitytheft.org.uk** ঠিকানায় গিয়ে দেখবেন।

অন্‌লাইনে কেনাকাটা, ব্যাঙ্কের বা ব্যবসার কাজকর্ম করার সময় কিভাবে নিরাপদ থাকতে হয় সে বিষয়ে গেট সেইফ অন্‌লাইন উপদেশ দেয়। **www.getsafeonline.org** ঠিকানায় গিয়ে দেখবেন।

আপনি যদি মনে করেন যে আপনার চিঠিপত্র চুরি হয়েছে, তাহলে রয়াল মেইল সাহায্য করতে এবং উপদেশ দিতে পারে। **www.royalmail.com** ঠিকানায় গিয়ে দেখবেন অথবা 08457 740 740 নম্বরে টেলিফোন করবেন।

আপনার কার্ড চুরি হয়ে থাকলে, **www.cardwatch.org.uk** ঠিকানায় ইমারজেন্সী নম্বরের একটা তালিকা পাবেন এবং তার সাথে রয়েছে ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত জুয়াচুরী এড়ানোর ব্যাপারে, ও আপনি এর শিকার হলে আপনার কি করা উচিত সে বিষয়ে, প্রয়োজনীয় উপদেশ।

ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সুরক্ষা

আরও তথ্যের জন্য আপনার স্থানীয় থানায় আপনার ক্রাইম প্রিভেন্‌শন অফিসারের সাথে যোগাযোগ করবেন। **www.nus.org.uk** ঠিকানায় গিয়ে দেখবেন।

মোবাইল ফোনের সুরক্ষা

আপনার ফোন হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে, ইম্‌মোবিলাইজ নামের সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যের তালিকা, আপনার ফোনটা ব্লক করে দিতে পারে। **www.immobilise.com** ঠিকানায় গিয়ে দেখবেন।

বয়স্ক লোকদের জন্য সুরক্ষা

আরও তথ্যের জন্য 0800 00 99 66 নম্বরে, বিনা খরচে এইজ কনসার্ন-এর সাহায্যের লাইনে টেলিফোন করবেন অথবা **www.ageconcern.org.uk** ঠিকানায় গিয়ে দেখবেন।

সাধারণ সুরক্ষা

বিনা খরচে 0800 555 111 নম্বরে ক্রাইমস্টপারকে টেলিফোন করবেন অথবা **www.crimestoppers-uk.org** ঠিকানায় গিয়ে দেখবেন।

Produced by COI on behalf of the Home Office. December 2009 ACR1B 299027